R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No,—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা— স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯২ সাল
২৬শে জুন, ১৯৮৫ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২ টাঃ, ১৪ টাঃ সডাক

চেয়ারম্যানের চেয়ার ঘিরে ঘোলাজলের স্রোত

রঘুনাথগঞ্জ : পৌরপিতা হরিপ্রসাদ মুখার্জী মারা যাওয়ায় পৌরপিতার শূন্যপদে নির্বাচন জরুরী হ'য়ে পড়েছে। এই নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য হ'য়েছে আগামী ২৯ জুন। যদিও পৌর কমিশনারদের দলগত অবস্থা হ'লো ক্ষমতাসীন দল ৮, সি, পি, এম পরিচালিত বিরোধীদল ৬ ও আর, এস, পি দলের কমিশনার সুবল হালদার নিরপেক্ষ, তথাপি শোনা যাচ্ছে পৌরপতি নির্বাচনে অনেক জট খুল্‌তে হবে। ঘাট কেন্দ্রীক এই পৌরসভায় ঘাট ডাককে কেন্দ্র ক'রে ক'মাস পূর্বেই যে ভাঙ্গনের গুজব শোনা গিয়েছিল তা আবার জোরদার হ'য়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে রাজারাম মুন্দ্রা আরও একজন কমিশনারকে নিয়ে যোগ দিচ্ছেন বিরোধী পক্ষে, ফলশ্রুতি তাঁকে সভাপতিরূপে দেখতে পাওয়া। এদিকে ঘাটের রাজনীতি তুঙ্গে। বর্তমান লেসি ৭ লাখ টাকায় ঘাট ডেকে জেলার অন্যান্য ঘাটের পারানীর মূল্যানুপাতে জঙ্গিপুরের ঘাটের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য হাই-কোর্টে নাকি আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু ঐ দর ও অন্যান্য নিয়ম নীতির উপরেই নিলাম হয়েছিল যে কারণে ঐ আবেদন খারিজ হ'য়ে গিয়াছে। কিন্তু লেসি ঘাট ডাকের পর এখন পর্য্যন্ত কিস্তির সাড়ে তিন লাখ টাকা জমা দেননি। কোন কোন কমিশনার সেই টাকা লেসিকে রেমিশন্ দিতে নাকি সচেষ্ট। সেই বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রেই নাকি রাজারাম মুন্দ্রা নির্বাচিত হ'তে চলেছেন। তবে সে ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে সাধন সাধুকে হ'টে যেতে হবে। শোনা যাচ্ছে আর এক তরফ চাইছেন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রাধান্য

(জের তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

কৃষকের উপর জুলুম বন্ধে প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

বিশেষ সংবাদদাতা : রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যখন গরীব ভূমিহীন কৃষকদের উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ঘোষণা করছেন ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদের সুতী-১ ব্লকের সুজনীপাড়া গ্রামের এক নিঃস্ব কৃষকের পাট্টা প্রাপ্ত জমিটুকু কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র রুখতে জঙ্গিপুরের প্রশাসনিক কর্তারা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেছেন। ওই নিঃস্ব কৃষকের ভিটামাটি টুকুও প্রায় জবরদখল করে নেওয়া হয়েছে। ওই অত্যাচারিত কৃষকটির নাম জটুলাল রায়। জাতিতে দোসাদ। পেশায় দীন মজুর। আর যারা তাঁর সর্বস্ব ছিনিয়ে নিতে চাইছেন তারা বিত্তবান, প্রায় একশো বিঘে জমির মালিক। জটুলালের অভিযোগ, এই অন্যায় জুলুমের পিছনে সুতী-১ ব্লকের সভাপতিসহ ওই এলাকার কিছু কংগ্রেসী নেতার মদত রয়েছে। ওই নেতাদের তদ্বিরেই স্থানীয় প্রশাসন কার্যতঃ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রয়েছেন। জটুলাল এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শেষ পর্যন্ত জঙ্গিপুরের এস, ডি. ও ত্রিলোচন সিং-এর স্মরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনোরকম তদন্ত সংঘটিত হয়নি। উল্টে জটুলালের এই সব অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে তার জীবনাশংকা দেখা দিয়েছে। একদল গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীকে লেলিয়ে দিয়ে তাকে অহরহ শাসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।

জটুলালের অভিযোগ, ভুমিহীন চাষী হিসেবে বছর চারেক আগে সুজনীপাড়া মৌজায় ৪৬৩/৮৬৪ নং দাগে ৫৪ শতক খাস জমির পাট্টা পান তিনি। সেই থেকে ওই জমিতে চাষাবাদ করে পরিবারের মুখে কিছু তুলে দিতে পেরে জটুলাল কিছুটা স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছিলেন। কিন্তু বছর তিনেক পর ওই জমির উপর চোখ পড়ল গ্রামেরই এক বিত্তশালী ব্যক্তির। তিনি চান জটুর ওই জমির দখল নিতে। বাধা দেয়

(জের তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

রাস্তা অবরোধ—গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : সাম্প্রতিক বাস ধর্মঘটের মীমাংসা সর্ত্তে সন্তুষ্ট না হয়ে গত ২২ জুন এক বিক্ষুব্ধ জনতা ৩৪ নং জাতীয় সড়কে আহিরণ হাটের কাছে রাস্তা অবরোধ করে। তাদের দাবী ছিল সমস্ত বাস এমন কি এক্সপ্রেস বাসকেও এখানে থামতে হবে। জনতা কয়েকটি এক্সপ্রেস বাসকে জোর করে থামিয়ে হামলা সুরু করে। ফলে পাথরের আঘাতে বাসগুলি অল্প বিস্তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাসকর্মীদের কয়েকজন আহত হয়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। অবস্থা আয়ত্তে আনতে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বে-আইনী জনসমাবেশ, দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিযোগে একটি মামলা দায়েরও হ'য়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। ধৃত ব্যক্তিদেরকে ২৩ জুন আদালতে হাজির করা হ'লে সকলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

বোমার আগুনে গ্রাম জ্বলছে

সাগরদীঘী : এই থানার কাবিলপুর গ্রামের নিরীহ গ্রামবাসীদের আতঙ্কে রাত্রে ঘুম চলে গিয়াছে। কিছুদিনের ব্যবধানে বেশ কয়েকবার বোমা বিস্ফোরণে কয়েকটি পরিবারের মহিলাসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশ জীপ ছুটিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েও শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এবং কেও গ্রেপ্তার হয়নি। প্রশাশনের গাফিলতি ও অসাধুতা গ্রামবাসীর আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

দল বদলের খেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে সম্প্রতি ধুলিয়ান পৌরসভার লালপুর মহল্লার নওসাদ আলি ও মহিউদ্দিন (পার্টি সদস্য), ৬ জন এ, জি, ও ৭০ জন কর্মী ও সমর্থক সি, পি, এম দল থেকে পদত্যাগ ক'রে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছেন। ১ জুন তাঁরা

(জের তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯২ সাল।

।। আষাঢ়ী আশা ।।

বাংলা বৎসরের শৈশব অতিক্রান্ত জ্যৈষ্ঠের বিদায়ে। এখন সে পৌগণ্ড প্রাপ্ত 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' সমতলের মানুষ মেঘাক্লিষ্ট সানু দেখিতে পায় না। আকাশে নবমেঘের সঞ্চার তৎপূর্ব্বেই হইয়াছে জ্যৈষ্ঠের দিনগুলিতে। কাজেই ময়ূরের পেখমতোলা নাচ আগেই হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ এবার তীব্রজ্বালা অগ্ন্যুদ্গার করে নাই। মাঝে মাঝে ছোট খাটো বর্ষণ মোটামুটিভাবে গত মাসকে কিছুটা স্নিগ্ধতার প্রলেপ দিয়াছিল। মাঠে মাঠে ভূমিকর্ষণ চলিয়াছে এবং চলিতেছেও। ধান ফসলের আগামী মরশুমে যাহাতে নির্বাধ ও নির্বিঘ্ন হয়, সেই আশায় চালতেছে ভূমিলক্ষ্মীর বোধনপর্ব।

অবশ্য নূতন ধান্যের মরশুমে প্রাণোদ্দীপক প্রেরণা ততটা আর পরিলক্ষিত হয় না। এক ফসলী জমির অঞ্চল কিছুটা কমিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় বৎসরের সব সময়েই ধান উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং সে সব জায়গায় তৃষাদীর্ণ মৃত্তিকা নাই; আছে সবুজের নয়নাভিরাম দৃশ্য বাতাসে ধানফুল ও নূতন ধানের সৌগন্ধ; চারিদিক আমোদিত। তবুও ধান্য-কৌলীন্যে হৈমন্তিক ধান আজও 'সারে জাঁহাসে অচ্ছা'। সুতরাং নবান্ন ও পৌষপার্ব্বন আজও চিত্তের আলোড়ন ঘটায়।

বাস্তবিক পক্ষে সবুজ বিপ্লব ভারতের অন্যত্র হইয়াছে। কিন্তু 'কোলভরা যার কনক ধান্য'—এই বঙ্গে আজও সে বুভুক্ষা রহিয়া গেল। এখানে সর্বত্র সবুজ বিপ্লব ঘটিল না। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলাগুলি যেন চিরশুষ্ক। মাঝে মাঝে খরার অভিশাপে জর্জরিত হয় বর্দ্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলাগুলি। ক্যানেল অঞ্চল বারমাস জল পায় না। বর্ষার চাষে আগাম সুবিধা পায় মাত্র বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপ সর্বত্র না থাকিলে সবুজের সমারোহ হইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল ফসলের জন্য আকাশমুখী। ঈশ্বরের করুণা ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষকে থাকিতে হয়। সুতরাং এই দেশে 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেবো মেপে' বলিয়া পর্জন্যকে লোভাতুর এখনও করিতে হয়। এক সময় ছিল যখন বঙ্গজননীর সন্তান সংখ্যা আজিকার মত ছিল না, বৃষ্টির যথাযথ ধারায় ফসলে উৎপন্ন যাহা হইত, তাহাতে বঙ্গমাতৃক্রোড় পূর্ণ থাকিত। আজ অগণিত বুভুক্ষু মুখ, আবহমণ্ডলের অনিশ্চয়তা ইত্যাদির কারণে ভাণ্ডারে অপূর্ণতা। আরও প্রয়োজন এবং তাহা মিটাইবার সার্বিক চেষ্টা চলিতেছে। এবারের আষাঢ় সকলের মনে আশার সঞ্চার করুক।

—০—

কবীর কা দোঁহা

সূরজ্ সেবা ছোড়্ মনুয়া,
সাধন্ ভজন্ ছোড়্।
উসিকে আভি কাম্না হোগা,
নহীঁ বাঢ়েগা কদর্ ।।
হরি প্রসাদ মিলনে, বহুৎ দূর অন্ত্
কিয়া করেগা পরমেশ্।
সেবা কর্‌কে উঁহি, কুছ না মিলেগি
রামরাজকা খেল্ শেষ্ ।।
ধরম্ অধরম্ বাতিল হো গয়ে
ভুল যা উন্‌কা নাম্।
দম্ নিকাল গয়ে ফকিরী লে লিয়া
হামারা রাজা রাম।
অপূর্ব ইয়ে দেখো কিস্মৎ
কৈসি জারিজুরি।
সূরজ্ উপাসন্ সাধন্ ভজন সে
কিয়া মিলায়ে জমিনদারি ?
কহতে কবীরা শুনো ভাই সাধু
আভি, হো যা সাবধান্।
আতা হায় দেখো নয়া জমনা
হাথ্ মে লাল নিশান্ ।।

—০—

প্রতিবাদ

গত ইং ৩/৪/৮৫ বাংলা ২০শে চৈত্র ১৩৯১ সাল তারিখে ১/৪/৮৫ তারিখের সহিযুক্ত আরতি রাণী চক্রবর্ত্তী স্বামী শ্রীপ্রতিভারঞ্জন চক্রবর্ত্তী পোঃ হামুগ্রাম, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক জঙ্গিপুর সংবাদে তৃতীয় পৃষ্ঠায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ও বিকৃতাকারে অসত্য ভাষণ করা হইয়াছে। শ্রীপ্রতিভারঞ্জন চক্রবর্ত্তী আমার ভ্রাতা হওয়ার উক্তি সত্য কিন্তু সে ক্ষিপ্তমনা হওয়ায় তাহার সাধারণ জ্ঞানশক্তি ও শ্রবণ শক্তি লোপ পাওয়ার যে উক্তি করা হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা। এই

(জের তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৫ ও ৬ জুন দু'দিন ধরে সাগরদীঘি এস্, এন উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন ও পারিতোষিক বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'লো ৫ই জুন। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমলারঞ্জন প্রামানিক ও প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী। ৬ জুন পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্ত্তী।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর : ঘোড়শালা : মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ— রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন : জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো জঙ্গিপুরে পাবেন।

পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন— ১৬

কৃষকের উপর প্রশাসন নিষ্ক্রীয়

(প্রথম পাতার জের)

জটু। মাস তিনেক আগে জটুর লাগানো 'মটর' জমি থেকে জবরদস্তি কেটে নিয়ে যায় ওই বিত্তবান ব্যক্তিটি একদল লাঠিধারী মানুষকে সামনে রেখে। জটু এই জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ছুটে যায় সুতী থানায়। থানা থেকে কেটে নেওয়া 'মটর' জমা রাখা হয় সাদিকপুর অঞ্চলের প্রধানের কাছে। জটু এর পর ছুটে যায় কোর্টে। সেখান থেকে আদেশ পায় জমা মোটর ফেরৎ নেওয়ার। থানা থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধানকে একথা জানিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু জটু এখনও পর্যন্ত সেই 'মটর' ফেরৎ পায়নি। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধান লুঠেরাদের 'কথামতই' তার প্রাপ্য ফসল ফেরৎ দিতে টালবাহানা করছেন। শুধু তাই নয় ওই বিত্তবান ব্যক্তিটি নিজের ছেলেদের নামে ভূমিহীন পরিচয় দিয়ে জটুর বরাদ্দ জমিটি ফের পাট্টা বন্দোবস্ত নিতে আবেদন করেছেন বলে জটুর অভিযোগ। এই আবেদন কার্য্যকরী করতে ব্লকের সভাপতির সমর্থন পাচ্ছেন তারা। জটু এস ডিও ত্রিলোচন সিং-এর কাছে এ বাপারে একটি অভিযোগ পত্রও পেশ করেছেন। তাতে ওই বিত্তবান পরিবারটির প্রায় একশোটি দাগ-খতিয়ান তুলে দিয়ে জটু দেখিয়েছেন তাদের বিশাল সম্পত্তির হিসেব। এস ডিও স্বয়ং এ সব দেখে শুনে হতবাক হয়ে গেছেন। জটুর অভিযোগ, তার বাস্তুভিটেটুকুও অন্যায় ভাবে দখল করে নিয়েছে জনৈক ফনীভুষণ দাস। জটু ১৬ শতক জমি কিনে বসত বাটীটি (কুড়েঘর) তৈরী করেন প্রায় ১৪ বছর আগে। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার সুতী ১ ব্লকের জে এল আরও তার বসতবাটির কেনা জমির ১২ শতক ফনীকে 'ভুমিহীন' বলে পাট্টা বন্দোবস্ত দিয়েছেন। জটুর নিজস্ব জমিতে কিভাবে বিত্তবান ফনী পাট্টা পেল তা জানতে জটু দলীল পত্র নিয়ে জে, এল, আর, ও'র কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার কোনো কথাই শুনতে চাননি। জটুর অভিযোগ, জে, এল, আর, ও অফিসের এক কর্মচারীকে পয়সা খাইয়ে এই সব তুঘলকী কাণ্ড কারখানা চালানো হচ্ছে। আর স্থানীয় প্রশাসন সব জেনে শুনেও নীরব নীর্ব্বাক। জটু আজ সর্ব্বত্র হন্যে হয়ে ঘুরছে ন্যায় বিচার পাবার আশায়। জটুর দাবী, নিরপেক্ষ তদন্তের। বিডিও বা জে এল আর ও কে দিয়ে নয়, এস ডি ও'র হস্তক্ষেপে ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তই চাইছেন জটু। এত অত্যাচার ও জুলুম সহ্য করেও জটু চেয়ে আছে তদন্তের প্রত্যাশায়। কে জানে, সে আশা তার গুড়ে বালি কিনা!

ঘোলা জলের স্রোত

(প্রথম পাতার জের)

অক্ষুন্ন রাখতে ও সি, পি, এমকে দূরে সরিয়ে সুবল হালদারকে সঙ্গে নিয়ে পরমেশ্বর পাণ্ডেকে চেয়ারম্যান করতো সেক্ষেত্রে রাজারামমুন্দ্রাও অপরজনের দলত্যাগ হয়তো রোধ করা যাবে। তবে ভবিষ্যত রাজনীতির ধারার চিন্তায় পরমেশ্বর পাণ্ডে নাকি রাজি হচ্ছেন না সভাপতি হতে। এদিকে সি. পি, এম থেকে নাকি চাপ দেওয়া হয়েছে যদি তাদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠি হাত না মেলান তবে তারা সরকারী সকল প্রকার সাহায্যের ব্যাপারে তাদের প্রভাব প্রয়োগ করে পৌরসভার কাজ অচল ক'রে দেবেন। আর যদি মিলেমিশে সর্বসম্মত কোন বোর্ড গঠন করা হয় তবে তারা সরকারী সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাবেন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকজন কমিশনার নিজের নিজের ওয়ার্ডে জনহিতকর কাজগুলি করে পরবর্ত্তী নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারবেন। সেই সর্বসম্মত 'চুক্তিটিই' নাকি অধিকাংশের কাছেই বর্তমানে গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অনুযায়ী নাকি স্থির হয়েছে সি, পি, এম থেকে চেয়ারম্যান হবে ও সাধনবাবু যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। শোনা যাচ্ছে এই মতের সমর্থকই বেশী তবে সি, পি, এম বিরোধী অন্যান্যদের অভিমত হলো সি, পি, এম এর পৌরসভার দলনেতা মৃগংক ভট্টাচার্য্যকে চেয়ারম্যানরূপে তারা মেনে নিতে রাজী নন। সে ক্ষেত্রে উদয় সিংকে তারা মেনে নিতে প্রস্তুত্ত আছেন। মনে হচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত ঐ ২৯ জুন অভাবিত এক নজির স্থাপন করে সর্বসম্মতভাবে উদয় সিং এর নির্বাচনকেই সত্য করে তুলবেন।

প্রতিবাদ

(দ্বিতীয় পাতার জের)

প্রতিবাদ কারিনী তাহার নামীয় কোন সম্পত্তি গ্রাস করিবার জন্য কোনরূপ ষড়যন্ত্র লিপ্ত হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার ভ্রাতৃবধূ আরতিরাণী চক্রবর্ত্তী কুলোকের কুপরামর্শে আমার ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিবার কুমানসে তাহাকে দিয়া নিজ অনুকুলে দলীল দি করিয়া লইবার জন্য চাপ দিতে থাকিলে এবং তাহার প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করিতে থাকিলে এমন কি তাহার উপর দৈহিক নির্যাতন করিয়া অবৈধভাবে চাপে ফেলিয়া নিজ অনুকূলে দলিলাদী করিয়া লইবার ষড়যন্ত্র করিতে থাকিলে আমার ভ্রাতা বাধ্য হইয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে আমার নিকট চলিয়া আসিয়াছে। আমি বিজ্ঞপ্তির প্রকাশিত মত কোন তথাকথিত ষড়যন্ত্র মূলে বা কৌশলে তাহাকে হস্তগত করিনাই বা তাহার কোন সম্পত্তিও হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিনাই। আরতি রাণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ার পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞপ্তির বিষয় কয়েক দিন পূর্বে শুনিতে পাইয়া গত ১১/৬/৮৫ তারিখে জঙ্গিপুর সংবাদ লোক মারফোতে ক্রয় করিরা উক্ত বিজ্ঞপ্তির বিষয় জানিতে পারিয়া এই প্রতিবাদ করিলাম।

ইতি —

সর্বমঙ্গলা দেবী

স্বামী ৺রামহরি চট্টোপাধ্যায়

সাং ও পোঃ গোকর্ণ

জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রমিক আন্দোলন

ধুলিান : স্থানীয় লছমী বিড়ি ফ্যাক্টরীতে মাথা মুট প্রথা বাতিল, মজুরী বৃদ্ধি ও চাকরীর নিরাপত্তা দাবীতে সম্প্রতি ইউ, টি, ইউ, সির নেতৃত্বে অবস্থান আন্দোলন হয়। প্রকাশ, মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য অন্য একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের কিছু সমাজবিরোধির সাহায্য নিয়েও ব্যর্থ হন।

দল বদলের খেলা

(প্রথম পৃষ্ঠার জের)

একটি পথসভা ক'রে সি, পি, এম নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ধনীক স্বার্থ দেখা প্রভৃতি কাজের প্রতিবাদ করেন। এবং ঐ সকল কারণেই তাঁরা পদত্যাগ করছেন বলে জানান। তাঁরা আরো অভিযোগ করেছেন, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন কর্ম প্রার্থীর নিকট হ'তে চাকরী দেওয়ার নাম করে হাজার হাজার টাকা উৎকোচ আদায় করেছেন। সি, পি, এম দলে 'মাকরা' সৃষ্টির পর এতবড় ভাঙ্গন এই প্রথম।

National Thermal Power Corporation Ltd.

Farakka Super Thermal Power Project

Farakka : Murshidabad : West Bengal

CORRIGENDUM

National Thermal Power Corporation Ltd. here by extend the last date of sale of document of tender for machins such as Lathes Milling machire, Redial Drilling machine, Heavy duty Power Hacksow & Horizental Shoping machine upto 29-06-85 The date of opening of tender is also extended to 01-08-85,

CHIEF MATERIALS MANAGER
Farakka Super Thermal Power Project
P, O, Nabarun, Farakka
Dt, Murshidabad
Pin 742236 (W, B,)

যুব উৎসব সর্বত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বর্তমান আন্তর্জাতিক যুববর্ষে জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লক এবং দুই পৌরসভায় এবছর মে মাসের বিভিন্ন দিনে ব্লক যুব উৎসবগুলি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যথা—আবৃত্তি সঙ্গীত, বিতর্ক, তাৎক্ষনিক বক্তৃতা. ছোটদের বসে আঁকো, একাংক নাটক ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ব্লক যুব উৎসব কমিটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও পৌরপতিগণ অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিনগুলিতে অংশগ্রহণকারী কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করা হয়। সাতটি ব্লক ও দুইটি পৌরসভার প্রায় এক হাজার ছেলেমেয়ে এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে।

২২ মে হ'তে ২৬ মে রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে সাতটি ব্লক ও দুইটি পৌরসভার বিশেষ স্থানাধিকারী প্রায় ৪৭০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে প্রায় ১৬০ জনকে বাছাই করা হয়। এবং ৩১ মে হ'তে ৫ জুন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা যুব উৎসবে অংশ নেবে। মুর্শিদাবাদ জেলা যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে লালবাগ কেল্লা ময়দানে। খবরটি জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রের।

অমিয় হাটী সম্বর্দ্ধিত

রঘুনাথগঞ্জ গত ১৬ জুন স্থানীয় ছায়ারাণী হলে সম্প্রতি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ অমিয় হাটীকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টিল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টিল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেণ্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেণ্ট ক্রয় করিবেন না।

নকল সিমেণ্ট হইতে সতর্ক থাকুন।

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় 'রাকেশ' ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।